

জাতীয়তাবাদের দ্রাস্ত উপাস্যকে ভেঙে দাও



ভয়েস অফ খুরাসান

ইস্যু ১৬-এর খন্ডাংশ

জাতীয়তাবাদের ভ্রান্ত উপাম্যকে ভেঙে দাও

অনুবাদ ও প্রকাশনায়:



AHLUL HAQQ
publications



আল্লাহ সর্বশক্তিমান তাঁর বান্দাদের হিদায়াতের জন্য ইসলামকে নির্বাচন করেছেন, এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে ও এর আলোকে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে আদেশ দিয়েছেন, এবং এর ভিত্তিতে পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে বলেছেন। আর জাতি, ভাষা, বর্ণ বা স্থান নির্বিশেষে তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালোবাসতে ও ঘৃণা করতে হবে। তাদেরকে জাতীয়তাবাদ বা গোত্রবাদের উপর ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে প্রাধান্য দিতে হবে, যাতে তারা আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা-এর নীতির উপর আমল করতে পারে, যেমনটি এই সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান



করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিরত থাকে, সে তার ঈমান পূর্ণ করেছে।” [আবু দাউদ: ৪৬৮১]

বর্তমান যুগে মুসলিমরা দ্বীনের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে এবং দুর্ভাগ্যবশত জাতীয়তাবাদকে সম্পর্কের মানদণ্ড বানিয়েছে, ফলে তারা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের শিকারে পরিণত হয়েছে, এবং তারা জাহিলিয়াতের শ্লোগান অনুসরণ করা শুরু করেছে। তবে একজন ব্যক্তি স্বভাবগতভাবেই নিজ গোত্রকে ভালোবাসতে পারে অথবা নিজেকে কোনো গোত্রের সাথে সম্পর্কিত করতে পারে, কিন্তু যখন নিজের জাতি বা গোত্রের প্রতি সেই ভালোবাসা বা ঝোঁক এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে তা বন্ধুত্ব ও শত্রুতা নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে, তখন সেই ভালোবাসা কুফরে পরিণত হয়। অনেক মানুষ এই ভালোবাসায় এতটাই সীমালঙ্ঘন করে যে, এই বিদআতী ভালোবাসার কারণে তারা নিজেদের লোকদের মধ্যে মুসলিম ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়। সেই ক্ষেত্রে, সেই গোত্র বা জাতি তাদের জন্য ত্বগুতে (আল্লাহ ছাড়া এমন মিথ্যা উপাস্য যার ইবাদত করা হয়) পরিণত হয়, এবং তারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই ধ্বংসের সম্মুখীন হয়, এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়।

যেহেতু অনেক মানুষ জাতীয়তাবাদ বা গোত্রবাদের অন্তর্নিহিত ক্ষতি সম্পর্কে জানে না, তাই আমরা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করব, এবং আমরা আল্লাহ ﷻ-এর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে সত্যকে চিনতে সক্ষম করেন এবং আমাদেরকে মিথ্যা থেকে রক্ষা করেন।

জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা:

এটি মানুষের মধ্যে এমন সামাজিক সম্পর্ককে নির্দেশ করে, যা জন্ম নিয়েছে একই মাতৃভূমি, জাতি, ভাষা এবং অভিন্ন স্বার্থের অংশীদার হওয়ার কারণে।

জাতীয়তাবাদের ক্ষতিকর দিকসমূহ:

জাতীয়তাবাদের আহ্বান মুসলিমদের মধ্যকার ঐক্য ধ্বংস করে, অনারবদেরকে

আরবদের থেকে এবং আরবদেরকে অনারবদের থেকে পৃথক করে, এবং এটি মুসলিমদের মধ্যকার দ্বীনি সম্পর্ককে অস্বীকার করে, যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধী। কারণ ইসলাম সকল মুসলিমকে ঐকমত্য ও সৎকাজে পরস্পরের সহযোগিতার দিকে আহ্বান করে, এবং মতবিরোধকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে, যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন: “আর তোমরা সকলে আল্লাহ রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ সুরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিগর্তের দ্বারপ্রান্তে ছিলে, তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা হেদায়াত পেতে পারা।”[আল-ইমরান:১০৩]



অন্য আয়াতে বলেন, “আর তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।”[আনফাল:৪৬]

জাতীয়তাবাদের আহ্বান একটি জাহেলী আহ্বান, কারণ এটি ইসলামের বিধানসমূহের উপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য দেয়। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله বলেছেন: “ইসলাম ও কুরআনের দাওয়াতের বাইরে যা কিছু রয়েছে—তা বংশ, স্বার্থ, জাতি, ধর্ম বা পদ্ধতির ভিত্তিতে হোক না কেন সবই জাহেলিয়াতের পদ্ধতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যখনই মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতো, তারা নিজেদের লোকদের ডাক দিত। তখন নবী ﷺ বলেছিলেন: ‘আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও জাহেলিয়াতের ডাক কেন?’ এ কারণে তিনি ﷺ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছিলেন।”

ইবনে উমার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, যে নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন এক ভাষণে বলেন: হে মানুষ সকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের শ্লোগান এবং তার পূর্বপুরুষদের গৌরব দূর করে দিয়েছেন। এখন মানুষ দুই প্রকার: এক ব্যক্তি, যে নেককার, তাকওয়াবান এবং আল্লাহর নিকট সম্মানিত; আরেক ব্যক্তি পাপিষ্ঠ, দুর্ভাগা এবং আল্লাহর নিকট তুচ্ছ। মানুষ আদমের সন্তান এবং আল্লাহ আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন: “হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত

হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।“
[আল-হুজুরাত:১৩]

জাতীয়তাবাদের কারণে একজন ব্যক্তি কাফিরদের মিত্র হয়ে যায় এবং তাদের আইনসমূহের অনুসরণ করে, এবং কাফিরদের বাণীকে আল্লাহ ﷻ'র বাণীর উপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, অথচ আল্লাহ ﷻ বলেন: হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।
[মায়িদাহ:৫১]

আল্লাহ ﷻ কর্তৃক অবতীর্ণ শরিয়াহ জাতীয়তাবাদের কারণে অনুসরণ করা সম্ভব হয় না, কারণ কাফিররা এতে সন্তুষ্ট হবে না। অতএব, এমনকি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনো দেশে যেখানে কাফিররা সংখ্যালঘু, জাতীয়তাবাদী সরকার কাফির সংখ্যালঘুদের স্বার্থে মুসলিমদের শরিয়াহ অনুযায়ী শাসিত হওয়া থেকে বঞ্চিত করে, এবং এর পরিবর্তে মানুষের তৈরি আইন স্থাপন করে, যা প্রকাশ্য কুফর। আল্লাহ ﷻ বলেন, “তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধি-বিধান কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?” [মায়িদাহ:৫০]

ইবনে কাসির رحمه الله এই আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেন: আল্লাহ তাদের নিন্দা করেন যারা আল্লাহর নির্দেশনাকে উপেক্ষা করেছে, যেখানে প্রত্যেক ধরনের কল্যাণকর ও সং কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং প্রত্যেক ধরনের মন্দ কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু তারা এর পরিবর্তে মানুষের নিজস্ব উদ্ভাবিত মতামত, প্রবৃত্তি

এবং প্রথার দিকে ফিরে যায়—যেগুলোর কোনো ভিত্তি আল্লাহর দ্বীনে নেই। জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ নিজেদের ধারণা ও প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত ভ্রান্তি ও অজ্ঞতার অনুসরণ করত। তাতাররা (মঙ্গোলরা), যারা চেঙ্গিস খানের আল-ইয়াসিক-এর আইন দ্বারা শাসন করত—যার বিধান বিভিন্ন শরিয়াহ থেকে (ইহুদি, খ্রিস্টান, ইসলাম ইত্যাদি) নেওয়া হয়েছিল, এবং কিছু বিধান তাদের নিজেদের প্রবৃত্তি থেকে তৈরি করা হয়েছিল। তাদের শাসনামলে এই আইনই অনুসরণযোগ্য আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহর কিতাব ও নবী ﷺ-এর সুন্যাহর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। অতএব, যে কেউ এমন কাজ করে, সে কাফির



জাতীয়তাবাদে একটি দেশের কাফিরদেরকে অন্য যেকোনো দেশের মুসলিমদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়, অথচ আল্লাহ মুসলিমদের মাঝে ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে মর্যাদা প্রদান করেন। অনুরূপভাবে, অন্য দেশের মুসলিমদের বিরুদ্ধে সেই কাফিরদেরকেও সমর্থন করা হয়, অথচ মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন: “এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই; সে তার উপর জুলুম করে না এবং তাকে এমন কারো হাতে সোপর্দও করে না, যে তার উপর জুলুম করবে।”

এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে আসে, যাতে কোনো বিধানই – ছোট হোক বা বড় আল্লাহর বিধান ব্যাতিত অন্য বিধান আইন হিসেবে নির্ধারিত না হয়।

জাতীয়তাবাদীদের মতে ইসলামী বিধানসমূহ এই যুগের জন্য উপযুক্ত নয়; এ কারণে তারা ইসলামকে পশ্চাদগামিতা বলে অভিহিত করে এবং ইসলামী বিধানসমূহকে একটি দেশের পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসেবে গণ্য করে, আর সেক্যুলারিজম ও অন্যান্য কুফরি বিশ্বাসকে একটি দেশের উন্নতির কারণ হিসেবে বিবেচনা করে (আল্লাহ আমাদের তা থেকে রক্ষা করুন)। তদুপরি, বিভ্রান্ত লোকেরা জাতীয়তাবাদকে একটি নতুন ধর্ম হিসেবে গণ্য করে এবং এতে বিশ্বাস স্থাপন করে।

জাতীয়তাবাদ একটি নতুন ত্বগুত; আর ত্বগুত বলতে এমন সব কিছুকে বোঝায় আল্লাহ ব্যাতিত যা উপাসিত হয় (যার উপাসনা করা হয়), এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার কাছে বিচার-ফয়সালা গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ ﷻ বলেন: আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা ত্বগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। [আন-নিসা:৬০]

তিনি ﷻ বলেন, “আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিল, তারা জিবত ও তিনি ত্বগুতে বিশ্বাস করে? তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে, ‘এদের পথই মুমিনদের চেয়ে প্রকৃষ্টতর’” [আন-নিসা:৫১] অতএব, যেসব দল নিজেদেরকে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার সাথে সম্পৃক্ত করে এবং

সেই ভিত্তিতে তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে, সেসব দলই জাতীয়তাবাদী সংগঠন, যেগুলোর কুফর সম্পর্কে কোনো সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে

মুহাম্মাস ﷺ বলেছেন, “আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যেগুলোর নির্দেশ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন: শোনা ও অনুগত্য করা, জিহাদ, হিজরত এবং জামা‘আত থাকা। কেননা যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে এক বিষয় পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হয়, সে তার গলা থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে ফেলে—যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের আহ্বান করে, সে জাহান্নামের অঙ্গারসমূহের অন্তর্ভুক্ত।” এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল: “হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! যদিও সে সালাত আদায় করে এবং সিয়াম পালন করে?” তখন তিনি ﷺ বললেন: “যদিও সে সালাত আদায় করে এবং সিয়াম পালন করে। সুতরাং তোমরা সেই নামে আহ্বান করো, যে নামে আল্লাহ তোমাদের নামকরণ করেছেন; হাসলিমা হাসিম! এবং আল্লাহর বান্দা!”



না। জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি অন্ধ পতাকার অধীনে নিহত হয়—যে পতাকা মানুষকে জাতিগত পক্ষপাতের দিকে আহ্বান করে অথবা জাতিগত পক্ষপাতকে উৎসাহিত করে—তবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।”

জুবাইর ইবনে মুত'ইম رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন: “সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে মানুষকে জাতীয়তাবাদের দিকে আহ্বান করে; এবং সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে জাতিগত পক্ষপাতিত্বের জন্য যুদ্ধ করে; আর সে-ও আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে জাতিগত পক্ষপাতিত্বের উপর মৃত্যুবরণ

করো।” অতএব, জাতীয়তাবাদের নীতিমালার অনুসরণ করা এমন কুফর, যা একজন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এ কারণে জাতীয়তাবাদী লোকেরা মুরতাদ হয়ে গেছে এবং ইসলাম ত্যাগ করেছে। সুতরাং, নেককার লোকদের ত্যাগ যেন বৃথা না যায়। অতএব, জাতীয়তাবাদীদেরকে নেককার লোকদের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না, এবং তাদের মৃতদেহকে গোসল ও



কাফন দেওয়া হবে না, আর তাদেরকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফনও করা হবে না। তাদের উপর মুরতাদের বিধান প্রয়োগ করা হবে।

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত কিছু সন্দেহ এবং সেগুলোর উত্তর:

কিছু লোক বলে যে আরব জাতীয়তাবাদ উৎসাহিত করা হয়েছে, এই বর্ণনার ভিত্তিতে: “যখন আরবরা দুর্বল হয়ে পড়বে, ইসলাম দুর্বল হয়ে পড়বে।” তাদের মতে, এই হাদীস প্রমাণ করে যে ইসলামের সফলতার জন্য আরব জাতীয়তাবাদকে সমর্থনের দিকে মানুষকে আহ্বান করা বৈধ। সুতরাং এর উত্তর হলো, কিছু আলিম এই হাদীসকে দুর্বল বলেছেন এবং কিছু আলিম বলেছেন এটি সহীহ; কিন্তু হাদীসটি সহীহ হলেও এটি জাতীয়তাবাদকে প্রমাণ করে না, কারণ এটি আরও অনেক সহীহ ও সুস্পষ্ট বর্ণনার বিরোধিতা করে। বরং, এমন হাদীস

রয়েছে যা সেইসব আরবদের প্রতি ইঙ্গিত করে যারা ইসলামকে সমর্থন ও সাহায্য করেছে, যেমন নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ এবং তাদের পরবর্তী অনুসারীরা, আর সকল মানুষ যারা ইসলামকে সাহায্য করেছে। অতএব, যেসব জাতি বা গোত্র ইসলামের জন্য ইতোমধ্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে, তাদের দুর্বল হয়ে পড়ার সাথে সাথে ইসলামও দুর্বল হয়ে যেতে পারে, এবং এটি একটি সুস্পষ্ট বাস্তবতা।

কিছু লোক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং এর জন্য সংগ্রাম চালানো ব্যক্তিদের ব্যাপারে অজ্ঞতার ওজর নিয়ে প্রশ্ন তোলে। মুজাহিদদের সংগ্রামের/জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জাতীয়তাবাদের মূর্তিকে ভেঙে ফেলা, যা কারো কাছেই গোপন নয়। আলিমগণ বই ও প্রবন্ধে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। এ কারণেই মানুষের উপর দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কারো জন্য অজ্ঞতার ওজর অবশিষ্ট নেই। কিছু লোক এমন ব্যক্তিদের জন্যও ওজর খোঁজার চেষ্টা করে, যারা জাতীয়তাবাদী স্বার্থে কাজ করে বা ত্রুণ্ডতী সরকারের অধীনে চাকরি করে শুধুমাত্র অর্থের জন্য, জাতীয়তাবাদের জাহেলী দাওয়াত প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়। ইসলাম বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে বিধান দেয়, গোপন নিয়তের ভিত্তিতে নয়। গোপন নিয়ত একমাত্র আল্লাহই জানেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের বিচার করবেন। কিন্তু মূল কথা হলো, অন্তরে বিশুদ্ধ নিয়ত থাকলেও শুধুমাত্র অর্থ বা দারিদ্র্যের কারণে জাতীয়তাবাদের শিরকের সেবা করা বৈধ নয়; কারণ ইসলাম দারিদ্র্যের কারণে আমাদেরকে কুফরের সেবা করার অনুমতি দেয় না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং হালাল রিযিক অর্জনের চেষ্টা করে, সে আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ লাভ করবে। সুতরাং, কুফরের কাছে আত্মসমর্পণ কোনো ওজর হতে পারে না।

তবে, জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী লোকেরা সালাত আদায় করুক, সিয়াম পালন করুক, হজ্জ সম্পাদন করুক—তবুও তারা ইসলামের গণ্ডির বাইরে থাকবে; কারণ তারা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস স্থাপন ও এর জন্য সংগ্রাম চালানোর মাধ্যমে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-এর মৌলিক শর্তসমূহ লঙ্ঘন করে। অতএব, তাদের আমলসমূহ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ ﷻ বলেন: “আর আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, ‘যদি আপনি শির্ক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।’” [আয-যুমার:৬৫]

সুতরাং, প্রশ্ন হলো—যে ব্যক্তি জাতীয়তাবাদের শিরক থেকে তাওবা করে, তার কি জাহেলিয়াতের সময়কার ছুটে যাওয়া সিয়াম ও সালাতের কাযা আদায় করতে হবে?

এর উত্তর হলো, যখন তারা এই শিরক বা কুফর থেকে তাওবা করবে, তখন তাদের সিয়াম বা সালাতের কাযা আদায়ের প্রয়োজন নেই। কারণ হাদীসে এসেছে:

“ইসলাম পূর্বের সবকিছুকে ধ্বংস করে দেয়।”

আরেক বর্ণনায় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

“যখন কোনো ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে, আল্লাহ তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এরপর হিসাব শুরু হয়; তার প্রত্যেক নেক আমলের প্রতিদান দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত দেওয়া হবে, আর একটি মন্দ আমল ঠিক ততটুকুই লেখা হবে, যদি না আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেন।”

জাতীয়তাবাদী তালিবান ইমারত:

তালিবান মুভমেন্ট বহু ভ্রান্ত ও নিকৃষ্ট বিশ্বাস ধারণ করে, তবে যেসব বিশ্বাসে তারা বিশ্বের সকল কাফিরদের সাথে একমত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো জাতীয়তাবাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা প্রত্যেক আফগান মুরতাদ ও কাফিরের দিকে ভ্রাতৃত্বের হাত প্রসারিত করেছে, যেমন আফগান রাফিদ্বা, হিন্দু, শিখ এবং আফগান সেক্যুলারপন্থীরা; এমনকি তারা তাদের সকলকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও দিয়েছে। আর একই বিশ্বাসের ভিত্তিতে, যে ব্যক্তি তাদের নিজ জাতি বা দেশের নয়—সে ঈমানে যতই শক্তিশালী হোক না কেন—সে তাদের শত্রু। এই বিশ্বাসের কারণে এবং কাফিরদের নির্দেশে, তালিবান শাসনব্যবস্থা অন্যান্য জাতি ও দেশের সেইসব লোকদের বহিষ্কার করেছে, যারা বহু বছর তাদের সাথে অবস্থান করেছিল। আর এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা শরিয়াহর বিধান বাস্তবায়ন স্থগিত করেছে এবং তার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় আইন কার্যকর করেছে।

সুতরাং, হে বিশ্বের মুসলিমগণ! তোমরা যেখানেই থাকো, আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করতে, সত্যকে রক্ষা করতে, জাতীয়তাবাদের পক্ষপাতিত্ব থেকে বেঁচে থাকতে, এই জাতীয়তাবাদের ভ্রান্ত উপাস্যকে ভেঙে দিতে এবং ইবরাহিম عليه السلام-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে আহ্বান জানাই।



অবশ্যই তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ‘ইবাদাত কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহতে ঈমান আনো।’ তবে ব্যতিক্রম তাঁর পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি: ‘আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব; আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি কোনো অধিকার রাখি না।’ ইবরাহীম ও তার অনুসারীগণ বলেছিল, ‘হে আমাদের রব! আমরা আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং ফিরে যাওয়া তো আপনারই কাছে।